না
না
একদম না

এই লেখার বিষয় এত অলৌকিক এবং চরিত্রেরা এতটা কাল্পনিক যে ত্রিভুবন, মানে স্থল নৌ বা বিমান জগতের কোনো জীবিত বা মৃত বা আধমরা ব্যক্তি কল্পনাই করতে পারবেন না। তবু, আবার বলছি, যদি কোনো চরিত্র বা বিষয় সম্পর্কে কেউ সজ্ঞান বা অজ্ঞানে বা বিজ্ঞানে অ্যাটম পরিমাণ বাস্তব যোগাযোগ খুঁজে পান তা শুধু কাকতালীয় নয়, দাঁড়কাকতালীয় এমনকি কাকতাড়ুয়াতালীয়। সে দায় লেখক সৌম্য সরকার, প্রকাশক সজল আহমেদ, ছাপামেশিনশিল্পী সুমন তো নেবেনই না, তাদের নেটওয়ার্কের আওতাধীন এবং আওতাহীন অর্থাৎ খাস বাংলায় চৌদ্দ গোষ্ঠীর কেউ নেবেন না। অতএব, সাবধান। এসব প্রলাপ। এ সমস্ত। প্রলাপ। আস্ত প্রলাপ। না-প্রলাপ।

না না একদম না

সৌম্য সরকার

না না একদম না
সৌম্য সরকার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: মে ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ডা. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
soumyasarker@gmail.com

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৫২৩ টাকা

Na Na Ekdom Na by Soumya Sarker Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: May 2021 Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 523 Taka RS: 523 US 25 $ (bkash & Nagad) +88-01641863570
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94897-9-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

on the edge of sanity

অন্যান্য বই (নামের কলঙ্ক)

গল্পগ্রন্থ
নো-না গল্প (কবি প্রকাশনী ২০১৫)
শো না র গল্প (কবি প্রকাশনী ২০১৮)

কবিতা
ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ধরে রাখো (লেখালেখি ২০১১)
নীল বিসর্গ নীল (কবি প্রকাশনী ২০১২)
বুদ্ধ বললেন, তবুও (কবি প্রকাশনী ২০১৩)
হতকাল (কবি প্রকাশনী ২০১৬)

অনুবাদ নাটক
মাল্লাম ইলিয়ার বিচার (ধ্রুবপদ ২০১৩)

নাট্যরূপ যৌথ
ক্রাচের কর্নেল (কবি প্রকাশনী ২০১৭)

এক ফর্মার বই
জুঁইদি (কবি প্রকাশনী ২০১৩)
মধ্যবিত্তের মহাকাব্য (কবি প্রকাশনী ২০১৪)

সম্পাদনা (যৌথ)
নির্বাচিত হাংরি কবিতা (কবি প্রকাশনী ২০২০)
নির্বাচিত হাংরি গল্প (কবি প্রকাশনী ২০২১)

না-ভূমিকা

ঝড় ভালোবাসি বলে জীবন বা সময় আমাকে ঝড় দেখিয়ে দিলে। এমন না যে যারা ভালোবাসে না তাদের ঝড়ে পায় না। তারাও আক্রান্ত হয়। মানি। ঝড়ে আমি হেলে গেছি, নুয়ে গেছি, টলে গেছি, যাচ্ছি, বিপর্যস্ত হয়েছি, হচ্ছি। উঠতেও চেষ্টা করেছি। এখনও সম্ভবত পারিনি। ছাইপাঁশ সে-সবই লিখেছি—কথা আর কথায়। সব লিখেছি কথাটা ভুল। সব লিখিনি—সে শক্তি এখনও হয়নি। কখনো হবেও না মনে হয়। তবে এই শব্দরা হয় আমাকে নিঃশেষ করেছে অথবা অশেষ। ওরা আমাকে বাঁচিয়েছে নয় খুন করেছে।

যে দুচারজন আমায় চেনেন এবং আমার লেখালেখির খোঁজখবর রাখেন তারা যখন এই বছর দুই ধরে জিজ্ঞেস করেছেন কী লিখছি, একটা উত্তর দিতে হয় তাই বলেছি একটা বড় লেখায় হাত দিয়েছি। পরের প্রশ্ন যখন হয়, কী-ধরনের লেখা, তখন বিপদ। ঠাঁই না পেয়ে বলে ফেলেছি 'উপন্যাস'। জাহিদ কিছু অংশ পড়ে বলেছে 'নাটকের মতো' শোনাচ্ছে। আছে কিছু গল্প, অগল্প, না-গল্প, কিছু গান এবং কবিতা, ছবিতা, ববিতা কিছু 'কোওট-আনকোওট'—প্রবন্ধের মতো কিছু, আর কখনো দর্শন, অদর্শন, কুদর্শন, সুদর্শন ইত্যাদি।

দু দু খানা অনুরোধ কিংবা আদেশ বা পরামর্শ

এক. লেখা পড়ে এর লেখককে জানতে চেষ্টা করবেন না। পারা যায় না সেটা। দুই. পরামর্শ বলা যেতে পারে—এ লেখা ক্রনোলজিকালি পড়ার দরকারই নেই। যে কোনো জায়গা থেকে পড়া শুরু করে যে কোনো জায়গায় শেষ করে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। ছিঁড়ে টয়লেট কাগজ হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন। সেটাই স্বাস্থ্যকর। আর যদি কেউ একান্তই স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী না হন এবং ধারাবাহিকভাবে পড়তে শুরুই করেন, তবে, আদেশ, একদম সঠিক তারিখ ও সময় মেনে পড়ুন। পারবেন? তবে? ধুর, বাদ দিন—

২৮ মার্চ ২০১৮, বুধবার

১.১

কেউ আমাকে ধরে [এবং-বেঁধে] চিৎ কাৎ উপুড় করে ফেলে ধর্ষণ করে দেবে এই ভয় আমার নেই আপাতত। বা এই বাক্যের শেষাংশটুকু হবে এমন 'এই ভয় নিয়ে আমাকে চলতে হয় না'—আপাতত। কারণ আমি পুরুষ। ব্যাটাছেলে। আমি করতে পারি ধর্ষণ। চাইলে। অনেকেই চাচ্ছে-টাচ্ছে। এমন নয় যে আমিও হয়ে যেতে পারি না ধর্ষিত। টেকনিক্যালি স্পিকিং: সিস্টেম আছে। পুরুষ মেয়ে গে লেসবিয়ান বাই ট্রান্স সবার জন্যে। করে দিলে করে দেওয়া যায়—করছেনও কেউ কেউ বা বহুতে। অবশ্য সে ন্যারেটিভটা এত থাকে আড়ালে আর আবডালে যে ওই 'ভয়' নিয়ে চড়তে হয় না পুংদণ্ড অর্থাৎ নুনুধারী আমাকে। এখনও।

অবশ্য সে দিন যদি কখনো আসে যে আমি তোমায় ধর্ষণ করিলাম, তুমিও আমায় করিয়া দিলে—টিট ফর ট্যাট যদি মহান সব ডিকশনারিতে ইজ্জতের সাথে জায়গা পায় এবং আই ফর অ্যান আই ইহার মানে যদি আরবান ডিকশনারিতে এমন থাকে: 'ইফ ইউ ফাক সামওয়ান আপ, উই উইল ফাক ইউ আপ টু' তবে ধর্ষণের বদলা ধর্ষণ হইবেক না কেন?

যা হোক সেসব সুশোভন তর্কের কথা।

অর্থাৎ কেউ আমাকে রাস্তা-ঘাটে চড়ে বেড়ানোর সময় টিপে-টুপে দেবে জোর করে [এবং 'চোর' করে] সে সম্ভাবনা [পড়ুন 'উদ্বেগ']-ও আপাতত দেখি না।

তাই আমি নির্বিঘ্নে চড়ে বেড়াই।

জানি না, বুঝতে পারি না পুরুষ হয়ে এমন অভয়ে সুইম এবং সুইং করাটা গৌরবের না লজ্জার! পুরুষের লজ্জা থাকতে নেই। তাই আমি গৌরবটা নিলাম। লজ্জাটা মেয়েরা নাও। বা অন্যরা বা অন্যরা। এই নাও! নাও আর সর্বক্ষণ ধর্ষণের ভয়ে থাকো! ও জীবনটা কেমন?

কোনো একজন মহান পুরুষ (খুব সম্ভব সাকাচৌ) বলেছিলেন ধর্ষিত-কালে চ্যাঁচামেচি কইরা ফায়দা কী? এর চেয়ে এনজয় করাটা বুদ্ধির পরিচয়। মহান কথা।

সমস্যা হলো, আমি এক পুরুষ। এটা অবশ্য সমস্যা নয়, সত্য। আবার সমস্যাও। যে আমার 'দ্বারা-দিয়া-কর্তৃক' ধর্ষণ সম্ভব। আবার টেকনিক্যালি

স্পিকিং, অ্যাবাউট অ্যা পসিবল প্রোসেস: আমার ওই বিশেষ অঙ্গটি আছে। এবং মধ্যে-মধ্যে স্ট্রং। এই বোধটি বড় সুখকর নয় কেন জানি না।
তাহলে কি মালটি না থাকলে ভালো হতো?
অথবা থাকলেও যদি দণ্ডটির জাগিবার শক্তি না থাকিত?

অথবা আমার মতো অন্য দণ্ডায়-সম্ভব-মান লোকেরা যদি ধর্ষণ না করিত?

কিন্তু, আমি চাইলাম আর চাওয়াটি ফলিত হয়ে গেল তা তো হওয়ার নয় মামু। আমি আর কে বা গো!

১.২

আসলেই তো, আমি কে? আমি একটা উপন্যাস লিখতে বসলাম। উপন্যাসের এই 'আমি'র একটা পরিচয় দরকার। অন্তত ভবিষ্যৎ ক্রিটিকদের জন্য। আমার দ্বিতীয় পরিচয় আমি একজন পুরুষ। প্রথমটি কী? 'মানুষ' বলে দিলেই তো হয় না! আর 'মানুষ' বলাটা খুব 'এনথ্রোপোসেনট্রিক'। তাই বলতে চাই না। আমার একটা নাম দরকার। আমার নাম দিলাম আপাতত লালা। আমার মায়ের নাম 'লা' দিয়ে শুরু। মানুষ হিসেবে—এবং পুরুষ—আমার লালাও ঝরে।

১.৩

এই লালা ব্যক্তিটির চেয়ে রাষ্ট্রের আইনমন্ত্রী অনেক গুরুত্বপূর্ণ। লালা বড়জোর মানববন্ধনে যোগ দিতে পারে। কিন্তু একজন আইনমন্ত্রী অনেক কিছু পারেন করতে—করেনও। লালা নিশ্চিত আইনমন্ত্রী মহোদয় ধর্ষণ বন্ধ হোক চান । তবু হয় না বন্ধ। তিনি বোধকরি এটাও চান ধর্ষকের বিচার হোক। যদিও বিচার হলে ডিম হবে তবুও। বিচারও হয় না।

আমাদের মিডিয়া। প্রিয় মিডিয়া চায়। কী চায়? প্রথমত বেশি কাটতি হোক নিউজের। দ্বিতীয়ত বিচার হোক। কেউ দ্বিমত করলে জায়গায় বসে আওয়াজ দেবেন, পাঠক। যদিও পাঠক, আপনার, পাঠক হিসেবে অধিকার সীমিত। আপনি শুধু পাঠ করবেন। আর বড়জোর লালার মতো—আমার মতো মানববন্ধন মারাবেন।

১.৪

লালা আজ নিউ মার্কেট থেকে দুইটা জিনিস কিনেছে। উপন্যাস লেখার জন্য একটা মোটা **নীল** খাতা। ৩০০ পাতার। 'নীল' শব্দটায় জোর দিন। আচ্ছা আমিই বোল্ড করে জোর লাগিয়ে দিচ্ছি। আর দুইটা বেলুন। উদাহরণ দেখে কিনেছেন—মানে স্যাম্পল দেখে। ইয়া বড়—হাতির মতো। সত্যি

বলছি। বাসায় এসে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখি স্যাম্পলের দশ ভাগের দুই ভাগ সাইজও হয়নি। একটা লম্বা রাবারের লেজওয়ালা হাঁসের মতো—এমনকি একটা রাজহাঁসও না। এই নিয়ে দুইবার দুই বেলুনওয়ালা লালাকে ঠকাল। ঠকতে তার অভ্যাস আছে।

আর নিউ মার্কেটের তিনতলা থেকে জিন্সের প্যান্টের চেইন লাগাল লালা। এক মাসে দ্বিতীয়বারের মতো সে এই লোকের কাছে গেল। একই প্যান্ট না। এটা দ্বিতীয় প্যান্ট। ৬০ টাকার বিনিময়ে। চেইন ১০ টাকা, মজুরি ৫০। আগের দিন ক্লিয়ার করেছেন লোকটি।

লালা: চেইনের দাম মাত্র দশ? টিকবে তো, ভাই?

ভাই: চেইনের দাম পঞ্চাশ বললে কি মাল ভালো হইত? চোখ বুইজা নিয়া যান।

লালা: ভাইরে, আমি চোখ বন্ধ করলে কী লাভ! চেইন খোলা থাকলে তো লোকের চোখ বন্ধ হয় না। আমার আর কী? খোলা থাকলেই কী আর বন্ধ (আই মেন্ট চেইন)। আজও ভাই ষাট টাকাই নিয়েছেন। দর-দাম না করেই। সাচ্চা আদমি হ্যায়!

১.৫

আমার পিঠে ব্যাকপ্যাক। চামড়ার। দাম ছয় হাজার। ঢাকা লেদার থেকে কেনা। সেক্সি লুকিং। সীমান্ত স্কয়ারের তিনতলায় গেলে পাবেন। অথবা হাজারিবাগ—সেখানেও ওদের শো-রুম আছে।

চামড়ার কথায় আমার একটা গল্প মনে পড়ল। গল্পটা এখনও লেখা হয়নি। এখানেই কি গল্পটা ঝেড়ে দেবো?

১.৬

পৌনে একটা বাজে। রাত। আংরেজ হিসাবে আটাশ তারিখ থাকছে না। লালার হিসাবে দিন শুরু হয় সূর্য ওঠা থেকে। 'সূর্য ওঠা' কথাটা বিজ্ঞানের ভাষায় ভুল: ব্রুনো এই কারণে প্রাণ দিলো, গ্যালিলিও-ও প্রায় দিলো-দিলো করছিল। ব্রেখটের *গ্যালিলিও* নাটক মনে পড়ে লালার।

বিষয় তিনটা:

এক. আজ আর এসব ছাইপাঁশ লেখা যাচ্ছে না। লালা কথা দিয়েছে পেপারের কাজটা প্রায়োরেটাইজ করবে। তাহলে এখন লেখা বন্ধ করলে কাল অথবা তার পরের দিন বা অন্য অনেক দিন পর যদি লেখা হয় আবার তখন কি আটাশ তারিখের ভনিতা ধরব আমরা?

দুই. আমরা কি চামড়ার গল্পটা আগে বলব না গ্যালিলিওর?

তিন. ধুত্তোর!

২৯ মার্চ [কাল যদি হয় বুধবার আজ বৃহস্পতি, আগামী শুক্র] ২০১৮

২.১

বাল।

এমনকি ব্লাড প্রেসারের ঔষধ খাওয়া বাকি, ক্যালসিয়ামও। পায়ের ভাঙা জায়গার বাইরেও কমপক্ষে তিন জায়গায় ব্যথা। দুইটা হাড়ে, একটা হৃদয়ে। হৃদয়ের ব্যথা ক্যালসিয়ামে ধরবে না বলে বিজ্ঞানীরা বলেছেন। তাই ওই ব্যথা চাপা দিয়ে রাখা উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেন। ওসব ব্যথা-ট্যাথা বাল-ছাল সবার থাকে, ফাক ইট। ঔষধ খেয়ে নিই—প্রেসার মনে হয় একটু হাই, গালির বন্যা বইয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

[বিশ সেকেন্ড বিরতি: এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, ব্যাগারো, ত্যাগারো, চৌদ্দ, ফিফটিন, ওনসে সেইস, ওনসে সিয়েতে, ওনসে ওচো, নাইনটিন, বেইনতে ওরফে বিশ]

এভাবে লেখা যায় বলেন? কালকের কথা শেষ হলো না, আজ এক বস্তা কথা জমে আছে। তার মধ্যে আজকে-কে গতকাল বলে ভনিতা করার কথা ছিল। ভাবলাম সেটা বাদ দিই। তার মধ্যে টেবিলের ওপর পড়ে আছে আগা শহীদ আলী, মহাশ্বেতা দেবী, মণীন্দ্র গুপ্ত [রসময় গুপ্তর সাথে ব্লাড কানেকশন আছে কিনা জানি না], জন ম্যাকলিওড, অরুন্ধতী রায়, গ্রেগ গারার্ড। কত জ্ঞানী ও পণ্ডিত আমি! ভাবলে মাথা ঘোরে। বমি পায়। তেঁতুল পায়। এমনিতেই ওদিন ক্রিকেট মাঠে ক্যাচ ধরতে গিয়ে চিৎপটাং ও কয়েক পাক খেয়েছি আর মাথার পেছনে ইটের খোয়া পড়ে, না ভুল হলো, ইটের খোয়ার ওপর মাথা পড়ে আলু গজিয়ে মাথা ঘোরা বেড়েছে। নিউরোলজিস্টের কাছে অ্যাপয়েনমেন্ট করেও যাইনি। ফাক ইওর নিউরোলোজি। যেতে হবে ই.এন.টি. ডাক্তারের কাছেও, হাড্ডির ডাক্তারও লাইনে, চোখের ডাক্তার পাইপে, সাইকোলজিস্টও মনের কোণের ডাস্টবিনে। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে ফোন দেওয়ার কথা। এত কথা কে কখন দিলো। সব মিলিয়ে এলো আর মেলো। লালা, লালা, ও লালা, থিংস আর ফলিং এপার্ট, সবকিছু ভাঙিয়া পড়িতেছে গো—

২.২

দেখি, আজকে কী কী বিষয় জমা হয়েছে ভাঙা মাথার মধ্যে—

ক. নেপাল যেতে প্লেন-পড়ে মরলে মরার পরিবার পাবে ১.৬২ কোটি করে

ক. আমার মা-জেঠা-জেঠির রেইসিজম

খ. প্রশ্নের মুখে আমার ফেমিনিজম

গ. রাশার ক্যান্সার-আক্রান্ত ছাত্রীর মৃত্যু হওয়ার কথা আজই

ঘ. বুদ্ধ-বুদ্ধ-বুদ্ধ! ধ্যানবিন্দুতে আমাকে পৌঁছাতে হবে, অন্যথায় হস্তমৈথুন

ঙ. এনজয় ক্যাফেতে এক মুক্তিযোদ্ধার সাথে আলাপ: 'আমি বঙ্গবন্ধুর সৈনিক, আওয়ামী লীগের নয়'
চ. শো ছিল *খানার*: আমি মিউজিক টিমে কাজ করিনি
ছ. শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলো না সোহ্‌রাওয়ার্দী পার্ক

২.৩

কাল গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা ছয়টার একটু আগে। একা। এবং সেখান থেকেই এই মহান লেখার চিন্তা আমার মহান ভাঙা মস্তিষ্কে। সোহ্‌রাওয়ার্দী থেকে নিউমার্কেট গিয়েছিলাম। হেঁটে। অনেক হাঁটি। কোনো শালা ডাক্তারের পরামর্শে নয়। হাঁটলে ভালো থাকি। শরীরে অযথা শক্তি জমে যায়। চিপে ছেঁচে বের করতে হয়। হাঁটলে বহু কিছু দেখা। অথবা একদম বসে থাকি। বসলে মাথা করে ভয়ানক কাজ। করতে দিই। শেষবারের মতো ললিপপ হওয়ার আগে মগজ বহু কিছু ভেবে নিক। পুশকিনের কবিতা মনে পড়ে। আসলে হুবহু মনে পড়ে না। হুবহু আমার কিছুই মনে থাকে না। এটা নিয়ে আমি লজ্জিত নই। কবিতাটুকু প্রাসঙ্গিক। আমি যে খুব প্রাসঙ্গিকতা মারাই তাও না। তবু দেখে-টেখে লিখে দিই:

And yet from thought of death, my friends, I shrink;
I want to live–to suffer and to think.

মৃত্যুবিষয়ক লালার অনেক চিন্তা আছে। সেসব যদি আসে। কখনো আসে! তবে আজকের লেখা যেখানেই শেষ হোক না কেন লালা ঠিক করেছে দুই বছর আগে এমন উত্তাল মার্চে লেখা একটা কবিতা সে এখানে টুকে/ঠুকে দেবেই।

তা, নিউমার্কেটে হেঁটে যাওয়ার আগে হেঁটে সোহ্‌রাওয়ার্দীতে ঢুকলাম। চিলগুলো উড়ছিল। কেউ কেউ তাদের স্বাধীনতা স্তম্ভের ওপর বসছিল হেগে নেওয়ার জন্য। ওরা হেগে টেগে স্তম্ভের উপরটা সাদা করে দিয়েছে। দুষ্টু পাখি। ন্যাশনালিজম বোঝো না তোমরা! একদিন বুঝিয়ে দোবো। মৃত্যুর মতো ন্যাশনালিজম নিয়েও লালার অনেক কথা আছে। সেগুলো সব অবশ্য প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ, ফ্যানোঁ, রণজিৎ গুহ, পার্থ চ্যাটার্জি, অমিতাভ ঘোষ, আশীস নন্দী থেকে ধার করা বিদ্যা। সেও অন্যদিন/রাত হবেখন। আমি একটা জায়গা বুঝে দাঁড়ালাম। বহু মানুষ—বহু চিলের মতো। একটু পরে আমাদের সবাইকে খেদিয়ে দেবে বাঁশিওয়ালারা—ফুরুৎ-ফুরুৎ, উঠে যান, ভেগে যান—'অসামাজিক' ব্যাপার থেকে মহান পার্ককে রক্ষা করুন রক্ষা করুন। অসামাজিকতা নিয়েও পরে কথা হবে। অবশ্য আমার ঘুম পাচ্ছে। না ঘুম পেলে হবে না। মার্চের বাতাস। বসন্তের সেই গায়ে জ্বালা-ধরা বাতাসটা ঈশ্বর বা আল্লার রহমতে বন্ধ হয়েছে এবারের মতো।

তারপর আমি বসেই পড়লাম। একা। দেখলাম কোনো মেয়ে একা বসে নেই। হলফ করে বলতে পারি এজন্য নয় যে, কাউকে একা দেখলে গিয়ে গা ঘেঁষে দুটো কথা কওয়ার সাধ ছিল আমার। আশ মিটিয়ে পেট ভরে কথা কওয়ার স্বাদটা জিভে লেগে আছে। জানি ওই স্বাদ আর পাওয়ার নয়, তাই কথা বলতে ক্লান্ত লাগে। চুপ করে থাকাটা স্বাস্থ্যকর মনে করছি আজকাল। এমনিতেই গলার ডাক্তার কম কথা বলতে বলেছেন।

সেক্সি-লুকিং চামড়ার ব্যাগটা পিঠ থেকে নামালাম। ইকো-কনসাস ব্যক্তি হয়ে কেন লোক দেখিয়ে চামড়ার ব্যাগ ব্যবহার করি তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। সে তর্কে আমি হেরে যেতে পারি। তবু তালগাছটি আমার। শুধু বলি, এটা গরুর চামড়া, এবং আমরা বছরে ঈর্ষণীয় হারে গরুর চামড়া অর্জন করি। সে প্রক্রিয়া আদৌ বন্ধ হবে না, অতএব অর্থনীতিকে একটু তো এগিয়ে দিই।

চামড়া নিয়ে গল্প বলার কথা ছিল গতকাল। কথা দিয়েছিলাম আজ বলব। কথা রাখব না। সব কথা রাখা হয় না। নিয়ম। চামড়ার ব্যাগটা ঢাউস। ঢাউস দেখেই কিনেছিলাম। ভেবেছিলাম চাইলে যেন দুই-একটা আদম/হাওয়া ব্যাগে পুরে ঘুরতে পারি। চাইলে ব্যাগে ভরে নিয়ে গুদামজাত করতে পারি কাউকে পছন্দসই। এমনকি পাচারও করতে পারি। এখন কাজে লাগছে। না, হাওয়া ভরে চলছি না, গিটারলেলেটা ক্যারি করছি। এতে দুইটা লাভ। না তিনটা লাভ:

লাভ ১—চৌদ্দ হাজার টাকা উসুল হচ্ছে

লাভ ২—ভাব নেওয়া যাচ্ছে

লাভ ৩—চাইলে একটু বাজিয়ে প্র্যাকটিস করা হচ্ছে। গিটার শিক্ষক অভিজিৎ বলেছেন, প্র্যাকটিস মেইকস অ্যা ম্যান হেলদি, ওয়েলদি অ্যান্ড পারফেক্ট!

জ্ঞান I

গিটারলেলে হচ্ছে ছয় তারের অ্যাকুস্টিক গিটার (অর্থাৎ E A D G B E ও চার তারের অ্যাকুস্টিক উকুলেলের—অর্থাৎ G C E A—সঙ্গমে উৎপন্ন ছয় তারের যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে গিটার ও উকুলেলের সম্মিলিত (যোগ-বিয়োগ করে) সুর উৎপন্ন হয়। ইহা দেখিতে গিটারের চেয়ে ছোটো ও উকুলেলের চেয়ে বড় হয়।

২.৪

আমার ঘুম পেয়েছে। আমি এখন লেখা ছাড়ব। ভালো লাগছে না। ব্রাশ করব। গরম জল খাব। একটুখানি পড়ব। লিখে-লিখে পড়ার টাইমটা গো-

মারা খেল। রাত ১:২৫। তারপর সৌকে পিসু করাব ঘুম থেকে কোলে তুলে। পটিতে বসিয়ে। ওয়েট-ওয়াইপ দিয়ে মোছাব। আবার শুইয়ে দিয়ে আমার মশারি টাঙাব এবং মোবাইল ডাটা অন করে হয় *শন দ্য শিপ* না হয় *গোপাল ভাঁড়* দেখব এবং চোখ বুজে এলে কোনোমতে ডাটা অফ করে চশমা খুলে ঘুমাব। ও বাবা, মেলা কাজ! কথা ছিল কবিতা ঠুকে দেব:

আমাকে ছেড়ে দিন, না হয় ভালোবাসুন

পাতাজুড়ে দখিনা বাতাসে ধোঁয়া —
এ শহর ছেড়ে বেরোনো দরকার
এখানে [শহরের পার্কে] ঝিঁঝি পোকা বাসের হর্ন ছাপিয়ে
এত তীব্র চ্যাঁচায় যে ওদের আর বিশ্বাস হতে চায় না
এ শহর ছেড়ে বেরোনো দরকার

এখানে চিল শীতলক্ষ্যা নদীতে মাছ-টাছ ধরে
বেহায়ার মতো ফিরে আসে প্রতিটি সন্ধ্যায় আর
নির্লজ্জের মতো ওড়ে —
এ শহর ছেড়ে বেরোনো দরকার

মৃত্যু পেলে এখানের মানুষ অ্যাম্বুলেন্সে করে
মৃত্যু করতে যায় গভীর কোনো স্থানে
কিন্তু তীব্র জটে আটকে থেকে মহান অ্যাম্বুলেন্স
ক্যাও ক্যাও করে ভয়ের বিষাক্ত বাণী ছাড়ে
[অবশ্য ভিভিআইপিদের কার নিরাপত্তার কারণে
নিম্নে ষাট কিলো বেগে চলা চাই এমন শহরেও]
এ শহর ছেড়ে বেরোনো দরকার

প্রিয় সবাই, আমাকে যারা জানেন তাদের বলছি
দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন
আর যারা আমাকে চেনেন না তাদের বলছি
দয়া করে আমাকে ভালোবাসুন!

২.৫

কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে শহরের যানজট নিরসন হওয়া দরকার। এ কাজে সরকার ব্যাপক কাজ করছেন। এইটা করছেন, ওইটা করছেন। সকল শহরবাসীকে ফ্রি-সিটিজেন না হোক, ভি.ভি.আই.পি. না হোক, অন্তত ভি.আই.পি. ঘোষণা করার চিন্তা চলছে। আসুন আমরা দল-

মত-পথ-যৌনপরিচয়-বয়স-রোগবালাই-মোবাইলের ব্র্যান্ড নির্বিশেষে অশেষ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জঙ্গল ছাফ করে, সুন্দরবনের কপোল কয়লা নামক ফেইসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে পরমাণু বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে দিয়ে সকল অণু-পরমাণু-অ্যাটমকে স্বদেশ গড়ার লক্ষ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষায় নরেন্দ্র মোদিকে ভাই-ভাই বলে সম্বোধন করে...

ধুত্তোর। ঘুম পেয়েছে। দাঁত ব্রাশ করা হবে না, কীভাবে মশারি টাঙাব ভুলে গেছি—মশা আমাকে খেয়ে মুখ চেটে, হাত ধুয়ে চলে যাবে। সৌ-এর ক্ষুদ্রান্তে জমে আছে মুত্র। বেচারা ঘুমাবে কীভাবে! আমার কি এখনও মন খারাপ? ওটা একটু হয়। বয়সের দোষ। শরীর দান করা দরকার। এ নিয়ে পরে কথা হবে। চোখ দিয়ে দেবো। কে দেখবে আমার চোখ দিয়ে? কী দেখবে? তোমাকে? নাহ্, তাকে? নাহ্! সবাইকে? নাহ্! যার-যার দেখা সে দেখুক। নৈতিকতা-বাস্তবতা খুব ভালো মাল। জয়গুরু। গুরু কে? আমি আসছি। না আমি যাচ্ছি। ভালো আছি আমি। এইরে, অ্যান্টিবায়োটিক গেলা হয়নি। অ্যান্টেনায় দোষ—আমি বুদ্ধের মুখ হব হব...

৩০ মার্চ শুক্রবার। রাত ১১:৪

৩.১

আজ আমি লিখব না। ঠেকা নেই। এটুকু বলার জন্য খাতা-পেন্সিল ধরেছি। হ্যাঁ, আমি পেন্সিল দিয়ে লিখি। লেড পেন্সিল। পেন্সিলের দাগ আমার সেক্সি লাগে। আর সেক্সি স্পিডে লেখা যায়। আমার টেবিলে এই মুহূর্তে তিনটা লেড-পেন্সিল আছে: পাইলট .৯ একটা, পাইলট .৭ একটা আর টুইস্ট ইরেইজ .৯ একটা। মোটমাট আমার কয়টি পেন্সিল আছে? একটু গুনে নিই। দশটার মতো, বিভিন্ন জায়গায়। কর্মক্ষেত্রে আমার রুমে, ব্যাকপ্যাকে, ক্যামেরার ব্যাগে, এই বাসা ওই বাসা সবখানে। ভালোবাসি পেন্সিল। আশপাশের আমার সব প্রিয় মানুষকে পেন্সিল কিনে দিই। দু-একজন বেশি প্রিয় যারা বা যে তাকে বা তাদের অনেকগুলো পেন্সিল কিনে দিই; আরও দিতে চাই, নেয় না। ভালোবেসে কিছু দিলে নিতে হয়। অবশ্য আমাকে কেউ ভালোবেসে ডিনার সেট, জামা-কাপড় দিলে নিই না, নিতে চাই না। পণ্ডিত মানুষ তো—বইপত্র, মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট দিলে জিভ বের করে নিই। জানিয়ে রাখলাম, যদি কেউ কিছু দিতে চান!

৩.২

বাঁ পায়ের শেষ দু-আঙুলের মাঝখানটা ফেটে হা হয়ে আছে। কীভাবে হলো জানি না। হাঁটতে গিয়ে জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে মানুষ যেভাবে টের পায় আমি সেভাবে টের পেয়েছি কাল শাহবাগ মোড় পার হতে গিয়ে। এত

ব্যথা হবে জানতাম না। খেলতে গিয়ে ডান হাতের কব্জির ব্যথাটা হঠাৎ বেড়েছে, কাহিনি কী! এত ব্যথাতুর-বিধুর হয়ে গেলাম! সবখানে ব্যথা। মর জ্বালা! জানালা দিয়ে দেখলাম ধ্যাবড়া-জাতীয় গাবদা-গোবদা চাঁদ। পূর্ণিমা বুঝলাম। পূর্ণিমায় ব্যথা বাড়ে। সমুদ্রে জোয়ার তীব্র হয়। ভূগোল বইতে পড়েছি। সব রসের খেলা গো।

৩.৩

সন্ধ্যায় ঝড় হলো। এ বছরের প্রথম সন্ধের ঝড়। ঝড় হলে আমি একা থাকতে চাই। অন্ধকারে। ঝড়কে আমার দেওয়া কথা—আমি একা হলে সে আমাকে ভালো পায়। আমিও তাকে ভালো পাই। তারও আগে ওদিন ভোর রাতে একেবারে প্রথম ঝড়টা হয়েছিল। সকাল সাড়ে চারটায়। সে গল্পটা শোনাব আপনাদের।

৩.৪

সৌ সারাদিন পাখু করেনি। কালও করেনি। গন্ধ পাদু দিচ্ছিল। ভালো খায়নি। এমনিতেই মেয়েটা আন্ডারওয়েইট জন্ম থেকে। এ ভেরি টাফ কিড টু হ্যান্ডল। আমার একটু গর্ব যে আমি ওকে বেশ ভালো হ্যান্ডল করেছি। ঘুমিয়ে গেল আঙুল চুষতে চুষতে। ওর রাগ-দুঃখ-অভিমান-ঘুম পেলে ও আঙুল চোষে। আমিও যদি আঙুল চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম! আমি ঘুমোতে পারি না ভালো কিন্তু জেগে থাকাটাও যন্ত্রণার। পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষের মতো আমি জীবনের দরকারি মানেটা খুঁজে পাচ্ছি না। নতুন কিছু নয়।

৩.৫

Reggae শুনছি। ভালো লাগে রেগে। বিট্‌টা মজার। রেগে থাকতেও ভালো লাগে। না, ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় নেই; রাগই আমার প্রধান অনুভূতি। আইফোনের সাম্রাজ্যবাদী কল্যাণে আমি এখন—কতগুলো রেডিও অ্যাপ আমার হাতে। রেগে নিয়ে আপনাদের জ্ঞান দিতে পারি। কিন্তু আজ এসব হবে না। এডসন গোমেজের 'ক্যাপটুরা দোস' চলছিল। এখন ইনার ভিশনস-এর 'হুইপ দেম' শুরু হলো।

৩.৬

রাশার যে ছাত্রীর কাল মরে যাওয়ার কথা ছিল আজ সে শেষ পর্যন্ত মরতে পেরেছে। বড় যন্ত্রণা পাচ্ছিল। জানেন তো মৃত্যুর পর পুরুষ শরীরের চেয়ে মেয়ে-শরীর বেশি 'অপবিত্র' হয়। বেচারা একুশ বয়সে মরে 'অপবিত্র'

হয়ে গেল। ওর না-দেখা মুখটা আমার অনেক দিন মনে থাকবে। আমার বাবার এক ছাত্রী, ওর নাম ভুল না করলে মিথুন। আমার সমবয়সী ছিল। বাবা বোধকরি ওদের ক্লাসে অযথাই আমার গল্প-ফল্প বলে আমাকে সেলিব্রেটি করে ফেলত। বাড়ি গেলে বুঝতাম আমাকে পোলাপাইন এক্সোটিসাইজ করছে। তখন আমি হয় ছিলাম অনেক শাই, না হলে কাউকে পাত্তা দিতাম না। ১৭-১৮ বয়সে যা হয়। মেয়েদের আরও কম পাত্তা দিতাম—আমিও এই পুরুষ-সমাজেরই তো একজন ছিলাম। এবং কম পাত্তা দিলে বেশি পাত্তা পাওয়া যেত। একবার কি দুইবার মিথুনের সাথে দেখা বা কথা হয়েছিল। বাবার খুব প্রিয় ছাত্রী ছিল। ওর একটা পা একটুখানি খাটো ছিল, যদি ভুল না করি। ছোটো করে চুল ছিল কি? যতদূর মনে পড়ে মেয়েটা অযথাই হাসত বলে মনে হয়েছিল। কয়েক বছর আগে জেনেছিলাম ওর ক্যান্সার। মরে যাবে। ঢাকা মেডিকেলে। এবং যথাসময়ে মরেও গিয়েছিল অনেক কষ্ট পেয়ে। জানতাম ওর স্বল্পপরিচিত মুখটা, বা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা মুখটা আমার মনে থাকবে। সবাই জানে মৃত্যু-ফৃত্যু পরোয়া করি না আমি। কিন্তু আমার মুখগুলো মনে থাকে। নিজের মৃত্যু ছাড়াও কত মৃত্যু যে আমাকে মনে রাখতে হবে সময় জানে! সবার মতো। আমি নতুন কিছু নই।

৩.৭

লালা, তুমি বলেছিলে আজ লিখবে না। এখন ১২:১৩ রাত। এক ঘণ্টার বেশি কেটেছে। রাখো। একটু একাডেমিক কাজ করো। রাখো। তবে গত পরশু সোহরাওয়ার্দী পার্ক যাওয়ার আগে শাঁখারিবাজার হয়ে লালা কর্মক্ষেত্রে ঢুকেছিল। অসময়ে বিকাল তিনটায়। যাওয়ার কথা ছিল না। অন্য কোথাও যাওয়ার ছিল না বলে যাওয়া। লালা, ভালো ছেলে, রাখো।

১.৪.১৮ রবিবার। রাত ১:৫৯

৪.১

গতরাত 'অলিখিত' ছিলাম: ব্যাপারটা তাই—খাতা নয়, অলিখিত থাকি আমি।

কারণ লালা কাল একটা ক্রিম কালারের মশারির মধ্যে আটকে গিয়েছিল। ম্যাজিক মশারি। এখনও জড়িয়ে আছে। আজীবন থাকবে। বুঝতেই পারছেন মশারিটা একটি প্রতীক। কীসের প্রতীক? সে বলব না। লালাদের মতো যারা তারা বলতে লেখে না, ঢাকতে লেখে। তারা ঢাকা নামক শহরে থাকে;

আর কতটা কতটা কম নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচা যায়